JAN. 12 2002

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৪

কুমিল্লার শ্রীকাইল ডিগ্রী কলেজটি এখন স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত

মুরাদনগর (কুমিল্লা) উপজেলা সংবাদদাতা ঃ কুমিল্লার ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শ্রীকাইল ডিগ্রী কলেজটি গভর্নিং বডির সভাপতি ও কতিপয় জিবি সদস্যের দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও স্বেচ্ছাচারিতায় নানান অনিয়মের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। প্রায় ৬০ বছর পূর্বে এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবী চিরকুমার ক্যাপ্টেন দত্ত যে মহত লক্ষ্যকে সামনে রেখে কুমিল্লা জেলার এ দ্বিতীয় বৃহত্তম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলেছিলেন, একবিংশ শাতব্দীর সূচনা লগ্নে শুধুমাত্র রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের সকরুণ বলি হয়ে এ প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক শিক্ষার পরিবেশই আজ ভূলুণ্ঠিত হতে চলেছে। গভর্নিং বডির সদস্যদের দলীয় রাজনীতি এবং কলেজ শিক্ষকদের গ্রুপিং-লবিং-এর কারণে কলেজটির সুষ্ঠ শিক্ষার পরিবেশ অনেক আগেই বিচ্যুত হয়েছে। দীর্ঘদিনের অনিয়ম ও আধিপত্যের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে কলেজ অধ্যক্ষের পদটি বর্তমানে রাবার স্ট্যাম্পে পরিনত হয়েছে।

বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে এফবিসিসিআই সভাপতি ইউসুফ আবদুল্লাহ হারুনের আশীর্বাদ পুষ্ট স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা রুহুল আমিন গভর্নিং বডির সভাপতি নির্বাচিত হয়। পরের টার্মে কুমিল্লার সদর উত্তর যুবলীগ সভাপতি ও ঠিকাদার জনাব আকম গিয়াস উদ্দিন গভর্নিং বডির সভাপতি পদে মনোনয়ন লাভ করে। জনাব গিয়াস এ কলেজেরই প্রাক্তন ছাত্র ও তার বাড়ী কলেজের পাশের গ্রাম রোয়াচালায়।

এলাকাবাসী ও কলেজ শিক্ষকদের মতামতকে উপেক্ষা করে এ যুবলীগ নেতাকে ১৯৯৯ সালের ১৮ আগস্ট জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গভর্নিং বডির সভাপতি পদে মনোনয়ন দিলেও চারদিন পরই আবার ২২ আগস্ট ৯৯ ইং তারিখে জাতীয়/বিঃ/ভিঃ/৯৯/৫০৪ নম্বর স্মারকের চিঠিতে জনাব গিয়াসের মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নেয়। পরে এ যুবলীগ নেতা হাইকোর্ট ডিভিশনে রিট পিটিশন দায়েরের মাধ্যমে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উল্লেখিত আদেশের কার্যকারিতা স্থগিত ঘোষণা করান। জনাব গিয়াস এরপর থেকে গত দু'বছর ৫ মাসে নানান অনিয়ম ও দুর্নীতির ঘটনা একের পর এক ঘটাতে থাকে। এইচএসসি ও ডিগ্রী পরীক্ষায় ফরমফিলাপে নকলের অবাধ সুযোগের নামে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায়সহ দরিদ্র তহবিলের এক লাখ টাকা ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বিতরণ না করে নিজে আত্মসাৎ করে। এ ব্যাপারে একজন অভিভাবকের সাথে আলাপ করলে তিনি এ প্রতিনিধিকে জানান, গিয়াস এ কলেজের সভাপতি মনোনীত হবার পর থেকে কলেজের সামগ্রিক শিক্ষার পরিবেশ বিনষ্ট হয়ে পড়ে। এছাড়াও বিগত সরকারের আমলে কলেজ ক্যাম্পাসে ৩৭ লাখ টাকায় একটি নতুন বিল্ডিং নির্মাণের কার্যাদেশ উক্ত গিয়াস লাভ করে। তিনি কলেজের গভর্নিং বডির সভপতি বিধায় এক্ষেত্রে সে নিজের লাইসেন্স ব্যবহার না করে অন্যের লাইসেন্সে টেন্ডারে অংশগ্রহণ করে। বিল্ডিংটির নির্মাণ কাজে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করে মোট প্রাক্কলিত অর্থের এক তৃতীয়াংশও ব্যয় করা হয়নি বলে অভিযোগ রয়েছে। এ নির্মাণ কাজ তদারকিতে ফ্যাসিলিটিজ বিভাগের কোন প্রকৌশলী পরিদর্শনে আসেনি বলে এলাকাবাসী এ প্রতিনিধিকে জানায়।

সভাপতির এহেন অন্যায় কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ করতে গিয়ে এ কলেজের দু'জন সহকারী অধ্যাপক অস্থায়ীভাবে চাকরিচ্যুত হন। গত উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার সময় সভাপতি তার এক এসএসসি ফেল করা নিকট আত্মীয়কে এইচএসসি পরীক্ষায় ফরমফিলাপের অনুমতি দানের জন্য কলেজ অধ্যক্ষকে চাপ প্রয়োগ করে। হুমকির মুখে অধ্যক্ষ সভাপতির উক্ত আত্মীয়ের ফরমফিলাপ করলেও কুমিল্লা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তা বাতিল করে দেয় বলে কলেজ সূত্রে জানা যায়।

এছাড়াও সভাপতি ব্যক্তিগত প্রয়োজনে কলেজ ফান্ড থেকে দুটো চেকের মাধ্যমে (সোনালী ব্যাংক শ্রীকাইল কলেজ শাখা) সম্পূর্ণ অবৈধভাবে তিন লাখ টাকা হাওলাত গ্রহণ করে। এমনিভাবে কলেজের দেয়াল নির্মাণের কাজে প্রভাব খাটিয়ে নিকট আত্মীয়কে দিয়ে মাত্র দশ হাজার টাকার কাজ অর্ধ লক্ষ্য টাকায় করিয়েছে বলেও কলেজ অধ্যক্ষ এ প্রতিনিধিকে জানায়। কুমিল্লা জেলা সদর উত্তর যুবলীগ সভাপতি আকম গিয়াস ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের কাছে ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির

সকল ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষকমণ্ডলী ও কর্মচারীবৃন্দ জিম্মি হয়ে আছে। সরকার পরিবর্তন হলেও গিয়াসের দাম্ভিকতা ও স্বেচ্ছাচারিতা তিল পরিমাণ কমেনি।

বাংলাদেশের শান্তি নিকেতন হিসেবে পরিচিত বৃহত্তর কুমিল্লার ঐতিহ্যবাহী এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি বর্তমান সভাপতির বিভিন্ন দুর্নীতির বিষয়গুলো ক্ষতিয়ে দেখে যথাযথ তদন্ত করা হলে সব অনিয়ম বেরিয়ে আসবে। সভাপতির বিরুদ্ধে আরো যে সব অভিযোগ রয়েছে তা হলো– কলেজের নিজস্ব সম্পত্তি পাঁচটি পুকুর লীজ নিয়ে দীর্ঘদিন মাছ চাষ করেও টাকা পরিশোধ না করা। সঠিকভাবে তদন্ত হলে প্রত্যেকটি দুর্নীতির চিত্র উন্মোচিত হবে।